ivRavbx‡Z kZvwaK cZvi KPµ PvKwii bv‡g nwZ‡q wb‡”Q jvL jvL UvKv

রিপোর্ট **মাহমুদ রাজু**

ঢাকা শহরের বিভিন্ন বাণিজ্যিক এলাকায় গড়ে উঠেছে প্রতারক চক্র। চাকরি দেয়ার নাম করে বেকার যুবকদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা।

প্রতিদিনের দৈনিক পত্রিকা খুললে চোখে পড়ে 'নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি' শিরোনামের একাধিক বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনদাতা কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে ৫০০-৬০০ লোক নিয়োগ দেয়ার কথাও বলে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের নাম শুনলে মনে হয় এগুলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ের। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা যায়, একশ্রেণীর দালার চক্র রাজধানীর কোনো এক এলাকার কোনো একটি বহুতল ভবনে ১/২টি কক্ষ ভাড়া করে গড়ে তুলেছে এই চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের আকার আকৃতিই বলে দেয় যেখানে ৫ জন লোকের চাকরি দেয়া সম্ভব নয়, সেখানে ৫০০ জনের চাকরি কিভাবে দেবে? এর জবাবে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই তাদের বানোয়াট বিভিন্ন প্রকল্পের কথা বলে থাকে। অথচ বাস্তবে এ জাতীয় কোনো প্রকল্পের হদিস পাওয়া যায় না।

সংবাদপত্রের পাতায় ভুয়া চাকরি

সংবাদপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে, চাকরিদাতা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে এসেড, ৩৬৪, মীর হাজারীবাগ, ওয়াসা রোড, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪। সোসাইটি ফর অর্গানাইজেশন লার্নিং অ্যান্ড ভিলেজ ইকোনমি, বাড়ি নং-৫১৬, রোড নং-১২/এ উত্তর আদাবর, বায়তুল আমান হাউজিং, শ্যামলী। আরা সোসাইটি, বাড়ি নং-৩৮, রোড নং-১৫, সেক্টর-১৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। সান স্টিচ ইন্টারন্যাশনাল ৫৯ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ (২য় তলা) ফার্মগেট ঢাকা। জিবি প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল ৭৯ গ্রিন রোড (৩য় তলা) ফার্মগেট। খান ইন্টারন্যাশনাল, ১০৩/এ/৪ গ্রিন রোড (২য় তলা) ফার্মগেট। দি ম্যাক্সিকান ইন্টারন্যাশনাল বায়িং, ৪৮০ ডিআইটি রোড, মালিবাগ জিএম ম্যানশন।

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কিছুদিন আগে এ ধরনের কয়েকটি বিজ্ঞাপনের বিবরণসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও পুলিশকে এদের ব্যাপারে অবহিত করেছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয় এবং পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এসেড সংস্থা গত ৩০ মে, ২০০৪ যুগান্তর পত্রিকার ৭-এর পাতায় ৫৭২ জন লোক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেয়। বিজ্ঞাপনে আবেদনকারীদেরকে মাথাপিছু ২০০ টাকা ব্যাংক ড্রাফট অথবা সমপরিমাণ নগদ অর্থ

বিজ্ঞাপদাতা প্রতিষ্ঠান যদি মাসে গড়ে ৩ হাজার টাকা করেও বেতন দেয় তাহলে মাসে প্রয়োজন হবে ৩৪ লাখ ১৪ হাজার টাকা। এ হিসাবে বছরে লাগবে ৪ কোটি ৯ লাখ ৬৮ হাজার টাকা। এই বিশাল অঙ্কের বেতন আরা সোসাইটির মতো একটি অখ্যাত প্রতিষ্ঠান কিভাবে যোগাবে তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি

জমা দিয়ে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বলা হয়।

বিজ্ঞাপনে আকর্ষণীয় বেতন, বছরে ২টি উৎসব ভাতা, ইনক্রিমেন্ট, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইন্স্যুরেন্স, গ্র্যাচুইটি, পেনশন ইত্যাদি দেয়ার কথাও ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। অথচ সংস্থাটি সরকারের কোন মন্ত্রণালয় থেকে রেজিস্ট্রিকৃত, তাদের কাজ কী তার কোনো উল্লেখ করা হয়নি।

একইভাবে ১১ জুন, ২০০৪ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ১২-এর পাতায় ৭৪ ইঞ্চি সাইজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে ১,১১৩ জন কর্মীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরা সোসাইটি নামক একটি সংস্থা। বিজ্ঞপ্তির প্রথম অংশে উল্লেখ আছে যে কোম্পানিটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রেজিস্ট্রার জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অ্যান্ড ফার্ম কর্তৃক নিবন্ধনকৃত যার নম্বর ৩৮৩৬/৩৪৯ একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যা সম্পূর্ণ জাপানি ও বাংলাদেশী অর্থায়নে পরিচালিত। বিজ্ঞাপদাতা প্রতিষ্ঠান যদি মাসে গড়ে ৩ হাজার টাকা করেও বেতন দেয় তাহলে মাসে প্রয়োজন হবে ৩৪ লাখ ১৪ হাজার টাকা। এ হিসাবে বছরে লাগবে ৪ কোটি ৯ লাখ ৬৮ হাজার টাকা। এই বিশাল অঙ্কের বেতন আরা সোসাইটির মতো একটি অখ্যাত প্রতিষ্ঠান কিভাবে যোগাবে তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। কয়েক দিন আগে আরা সোসাইটির অফিস খুঁজতে গিয়েও আগের ঠিকানায় কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

'সলেস' নামক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও ক্যাব একই ধরনের চাঞ্চল্যকর তথ্য খুঁজে পেয়েছে। এসব বিষয়ে ক্যাব বিভিন্ন মহলের তথ্য প্রেরণ এবং রমনা থানায় সাধারণ ডায়েরি করে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে রমনা থানায় যোগাযোগ করা হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, 'যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের মধ্য থেকে কেউ সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করলে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি। অন্যথায় নেয়া যায় না।' এভাবেই আইনের ফাঁক-ফোকরে গড়ে উঠছে বিভিন্ন ভুয়া প্রতিষ্ঠান।

ভুয়া প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন ছাপানোর ব্যাপারে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগে কথা বললে তারা জানান, 'কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে আমাদের মহাপরিচালক বরাবর অভিযোগ করুন। প্রমাণিত হলে ঐ প্রতিষ্ঠানের কোনো বিজ্ঞাপন আমরা ছাপাব না।' প্রশ্ন হলো এমন কয়টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায় আর বাতিল করা যায়। এমন সব প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করতে দুই দিনও সময় লাগে না।

এ প্রসঙ্গে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে তারা সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'আমরা এ বিষয়ে অবগত হয়েছি এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই পদক্ষেপ নেব।' কবে থেকে পদক্ষেপ নেয়া হবে তা সুনিশ্চিত করে কেউই বলতে পারেন না।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে এসেড-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এসেড-এর নির্বাহী পরিচালক গোলাম কিবরিয়া আমাদের জানান, 'সব অভিযোগ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ৫৭২ জন নিয়োগের কথা ছিল এবং যোগ্য লোক না পাওয়ায় আমরা দেড়শ'র মতো লোককে নির্বাচন করেছি এবং তারা বর্তমানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।' কোথায় প্রশিক্ষণ নিচ্ছে প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ঢাকার বিভিন্ন নামকরা গার্মেন্টস ও বায়িং হাউসে। এরপর জরুরি মিটিংয়ের অজুহাতে তিনি আর কথা বলতে চাননি। আরা সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

প্রতিদিনের দৈনিক পত্রিকা খুললে চোখে পড়ে 'নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি' শিরোনামের একাধিক বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনদাতা কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে ৫০০-৬০০ লোক নিয়োগ দেয়ার কথাও বলে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের নাম শুনলে মনে হয় এগুলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ের। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন

যেভাবে টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়

প্রথমে পত্রিকায় ছোট আকারে বিজ্ঞাপন ছেপে ৫০০/৬০০ লোক নিয়োগের ঘোষণা দেয়া হয় এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০০/২০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফটসহ (অফেরতযোগ্য) আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকারে নাম, বাবার নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে প্রায় সবাইকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়। তারপর বলা হয়, প্রশিক্ষণ শেষে বাছাই করা হবে, কারা যোগ্য। তবে প্রশিক্ষণের আগেই সবার কাছ থেকে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা জামানত হিসেবে চাওয়া হয়। কেউ কেউ জামানত না দিয়ে চলে আসেন। চাকরির জন্য মরিয়া অনেকেই অবশ্য টাকা জমা দেয়। অনেকে ধারকর্জ করে টাকা জোগাড় করে। আর যারা সব টাকা জোগাড় করতে পারে না, তাদের জন্য কোম্পানি নির্দিষ্ট অঙ্কের সুদসহ ঋণের ব্যবস্থা করে। এভাবে অনেক বেকার যুবক ঋণের জালে আটকে যায়। টাকা জমা দেয়া যুবকদের তখন প্রশিক্ষণের নামে বিভিন্ন গার্মেন্টস, বায়িং হাউজ, ইন্স্যুরেন্স, এনজিও এবং সিকিউরিটি সার্ভিসে পাঠানো হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের আগেই যোগাযোগ থাকে এবং উভয় প্রতিষ্ঠানই আর্থিকভাবে লাভবান হয়। প্রশিক্ষণ শেষে নেয়া হয় পরীক্ষা। এতে বিষয়টি ক্রমশ বাদ পড়ে যায়। আসলে সুকৌশলে বাদ দেয়া হয়। এছাড়া অনেকেই প্রশিক্ষণের সময় কষ্ট সহ্য করতে না পেরে চলে যায়। এভাবে শেষ পর্যন্ত যদি কেউ টিকে থাকে তাহলে হয়তো তাকে কোনো গার্মেন্টস বা বীমা কোম্পানিতে নিয়োগ দেয়া হয়।

জিবি প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনালে চাকরি খুঁজতে গিয়ে প্রতারিত একাধিক যুবক জানিয়েছেন, এর স্বত্বাধিকারী আবদুল আজিজের সঙ্গে কয়েকটি বায়িং হাউজের সুসম্পর্ক রয়েছে। এরা পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে টাকা আত্মসাৎ করছে। আবদুল আজিজের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি যুব ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত লাইসেন্স দেখান। তবে মন্ত্রণালয়ের তালিকায় তার প্রতিষ্ঠানের কোনো নিবন্ধন পাওয়া যায়নি। অথচ গত ৫/৬ বছর যাবৎ দুর্দান্ত প্রতাপে তিনি ব্যবসা করে যাচ্ছেন।

ফার্মগেটে খান ইন্টারন্যাশনাল এবং উত্তরা ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেটিভ লিমিটেড (একটি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি) পাশাপাশি অবস্থিত। এরাও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে চাকরি দেয়ার নামে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। উত্তরা কো-অপারেটিভের একজন কর্মচারী নাম প্রকাশ না করার শর্তে সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, খান ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে তাদের এজেন্ট নিয়োগ হয়। এসব এজেন্টের কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রথমেই তাদের একটি বীমা করানো হয়। এরপর তাদের আরো গ্রাহক খুঁজে আনতে বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা আর গ্রাহক খুঁজে আনতে পারে না। ফলে তাদের চাকরিও ঐ পর্যন্তই সমাপ্ত হয়ে যায়।

এসব প্রতিষ্ঠানগুলো কিছুদিন পর পর তাদের ঠিকানাও পরিবর্তন করে থাকে। প্রতারিত বেকার যুবকেরা সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে জানিয়েও বিচার পায় না। অবশেষে হয় আরো নিঃস্ব, রিক্ত।